Sep-17

Battle of Mind 2019 roadshow Stopped at BRAC University

With the excuse of job placement, the multinational, death-selling company, British American Tobacco Bangladesh (BATB) has started their annual "Battle of Mind" competition this year. Their representative "Exceed Campus Ambassadors" are been selected from different public and privet universities since early July. These Ambassadors have started "**Battle of Mind 2019**" roadshows in different universities through career clubs. The slogan for this year's campaign is "Change the Game". British American Tobacco Bangladesh sponsored roadshow "Battle of Mind" was to be held on 16 September 2019 at the BRAC University. Dhaka Ahsania Mission and other anti-tobacco activist organizations such as National Heart Foundation, PROTYASHA, UBINIG, TCRC, Wbbtrust etc took the initiative to stop the event at the university. Representatives from the organizations have met with Assistant Professor and Director, Office of Student Affairs, Dilara Afroz Khan Rupa, today on 16 September 2019. The delegates demanded the roadshow be stopped. Honorable Professor assured them that the event will not be happening tomorrow. They also guaranteed that such events will not take place at the university campus in the future. The anti-tobacco team given thanks to her. Moreover, to stop the battle of mind DAM sent a letter to the Vice-Chancellor of the University. BATB has been organizing these events since 2004, and they invest a lot of money in the name of job placement. However, the data shows that although more than 30,000 students took part in the competition in the last 16 years, only about 100 have been recruited through these events. Sponsorship of a tobacco company to organize and award any competitive events is prohibited according to the Section 5(C) of Bangladesh Smoking and Tobacco Products Usage (Control) (Amendment) Act 2013; obstruction of which is punishable either by fining 1, 00,000 Tk or imprisonment for three months or both. Such initiatives from BATB conflicts with achieving the "Tobacco-Free Bangladesh by 2040" that our Honorable Prime Minister declared.

https://tbarta24.com/battle-of-mind-2019-roadshow-stopped-at-brac-university/

Sep-16

Battle of Mind 2019 road show stopped at BRAC University

With the excuse of job placement, the multinational, the British American Tobacco Bangladesh (BATB) has started their annual "Battle of Mind" competition this year. Their representative "Exceed Campus Ambassadors" are been selected from different public and privet universities since early July. These Ambassadors have started "Battle of Mind 2019" road shows in different universities through career clubs. The slogan for this year's campaign is "Change the Game". British American Tobacco Bangladesh sponsored road show "Battle of Mind" was to be held on 16 September 2019 at the BRAC University. Dhaka Ahsania Mission and other anti-tobacco activist organizations such as, National Heart Foundation, PROTYASHA, UBINIG, TCRC, and Wbbtrust etc took the initiative to stop the event at the university. Representatives from the organizations have met with Assistant Professor and Director, Office of Student Affairs, Dilara Afroz Khan Rupa, today on 16 September 2019. The delegates demanded the road show to be stopped. Honorable Professor assured them that the event will not be happening tomorrow. They also guaranteed that such events will not take place at the university campus in future. The anti tobacco team given thanks to her. Moreover, to stop battle of mind DAM sent a letter to Vice-Chancellor of University.

BATB has been organizing these events since 2004, and they invest a lot of money in the name of job placement. However, the data shows that although more than 30,000 students took part in the competition in last 16 years, but only about 100 have been recruited through these events.

Sponsorship of a tobacco company to organize and award any competitive events is prohibited according to the Section 5(C) of Bangladesh Smoking and Tobacco Products Usage (Control) (Amendment) Act 2013; obstruction of which is punishable either by fining 1, 00,000 Tk or imprisonment for three months or both. Such initiatives from BATB conflicts with achieving the "Tobacco-Free Bangladesh by 2040" that our Honorable Prime Minister declared.

Message sender – Mohammad Wali Noman, Media Manager, Health sector, Dhaka Ahsania Mission

https://greenwatchbd.com/battle-of-mind-2019-road-show-stopped-at-brac-university/

Sep-17

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাটেল অব মাইন্ড-২০১৯ এর রোডশো বন্ধ

নতুন বার্তা, ঢাকা:

চঁনষরংযবফ : ঞঁবংফধু, ১৭ ঝবঢ়ঃবসনবৎ, ২০১৯ ধঃ ১২:১২ অগ

চাকরি প্রদানের অজুহাতে প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৯ এর কার্যক্রম শুরু করেছে মৃত্যুবিপণনকারী বহুজাতিক তামাক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)। জুলাই মাসের শুরুতে দেশের বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সসীড ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর নামে প্রতিনিধি নিয়োগ প্রদান করে থাকে। নিয়োগ প্রাপ্ত অ্যাম্বাসেডর বিভিন্ন ধরনের ক্যারিয়ার ক্লাবের মাধ্যমে এই পর্যন্ত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৯ এর রোডশো শুরু করেছে এবং নিবন্ধন করছে। ১৬ সেপ্টেম্বরে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে রোডশো আয়োজন করার কথা ছিল। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাটল অব মাইন্ড রোডশো বন্ধ করতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, মাদক বিরোধী সংগঠন- প্রত্যাশা, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, উবিনিগ, টিসিআরসি, ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ আজ (১৬ সেপ্টেম্বর) ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক এবং স্টুডেন্ট এফেয়ার্স অফিসের পরিচালক দিলারা আফরোজ খান রুপার সঙ্গে দেখা করে রোডশো বন্ধে অনুরোধ জানায়। তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাটেল অব মাইন্ড এর রোডশো হবে না। এবং ভবিষ্যতে যেন এধরনের কোন কার্যক্রম যেন পরিচালিত না হয় সে বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন। তখন প্রতিনিধি দলটি তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রসঙ্গত, ব্যাটেল অব মাইন্ড বন্ধে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য বরাবর আহ্ছানিয়া মিশন চিঠি প্রদান করে। উল্লেখ্য, বিএটিবি ২০০৪ সাল থেকে মূলত ব্র্যান্ড প্রমোশন , তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে আকৃষ্ট করা এবং নীতিপ্রণেতাদের প্রভাবিত করতেই এই মৃত্যুবিপণন প্রতিযোগীতার আয়োজন করে আসছে। কর্মসংস্থান প্রদানের নামে কোম্পানিটি প্রতিবছর এই প্রতিযোগিতা আয়োজনে বিপুল অর্থ ব্যয় করে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিগত ১৬ বছরে চাকুরি প্রদানের অজুহাতে ৩০ হাজারের অধিক তরুণকে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করানো হলেও চাকরি পেয়েছে মাত্র ১০০ জন বা এর সামান্য কিছু বেশি। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর ৫(গ) ধারায় কোন ধরনের প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন ও পুরস্কার প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের কোন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন ও পুরস্কার প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি আইনের এই ধারা লংঘন করলে অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা অনুর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান আছে। বিএটিবির এধরনের কার্যক্রম ২০৪০ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারের অন্তরায়।

http://www.natun-barta.com/49273/151/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AF-%E0%A6%8F%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A1%E0%A6%B6%E0%A7%8B-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7

bd Metro News
A national online daily

Sep-16

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাটেল অব মাইন্ড-২০১৯ এর রোডশো বন্ধ

September 16, 2019 bdmetronews

বিডিমেট্রোনিউজ ডেস্ক ॥ চাকরি প্রদানের অজুহাতে প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও 'ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৯' এর কার্যক্রম শুরু করেছে মৃত্যুবিপণনকারী বহুজাতিক তামাক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)। জুলাই মাসের শুরুতে দেশের বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যা লয়ে এক্সসীড ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর নামে প্রতিনিধি নিয়োগ প্রদান করে থাকে। নিয়োগ প্রাপ্ত অ্যাম্বাসেডর বিভিন্ন ধরনের ক্যারিয়ার ক্লাবের মাধ্যমে এই পর্যন্ত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে'ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৯' এর রোডশো শুরু করেছে এবং নিবন্ধন করছে। ১৬ সেপ্টেম্বরে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে রোডশো আয়োজন করার কথা ছিল। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ব্যাটল অব মাইন্ড' রোডশো বন্ধ করতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন , মাদক বিরোধী সংগঠন - প্রত্যাশা, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন , উবিনিগ, টিসিআরসি, ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠনের প্র তিনিধিগণ আজ (১৬ সেপ্টেম্বর) ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক এবং স্টুডেন্ট এফেয়ার্স অফিসের পরিচালক দিলারা আফরোজ খান রুপার সঙ্গে দেখা করে রোডশো বন্ধে অনুরোধ জানায়।

তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাটেল অব মাইন্ড এর রোডশো হবে না। এবং ভবিষ্যতে যেন এধরনে র কোন কার্যক্রম যেন পরিচালিত না হয় সে বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন। তখন প্রতিনিধি দলটি তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রসঙ্গত , ব্যাটেল অব মাইন্ড বন্ধে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য বরাবর আহ্ছানিয়া মিশন চিঠি প্রদান করে। উল্লেখ্য, বিএটিবি ২০০৪ সাল থেকে মূলত ব্র্যা ন্ড প্রমোশন , তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে আকৃষ্ট করা এবং নীতিপ্রণেতাদের প্রভাবিত করতেই এই মৃত্যুবিপণন প্রতিযোগীতার আয়োজন করে আসছে। কর্মসংস্থান প্রদানের নামে কোম্পানিটি প্রতিবছর এই প্রতিযোগিতা আয়োজনে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে , বিগত ১৬ বছরে চাকরি প্রদানের অজুহাতে ৩০ হাজারের অধিক তরুণকে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করানো হলেও চাকরি পেয়েছে মাত্র ১০০ জন বা এর সামান্য কিছু বেশি।

http://bdmetronews24.com/archives/55884

সাতক্ষীরা নিউজ
www.satkhiranews.com
একটি নির্ভীক সত্য প্রকাশের মুখপত্র

Sep-17

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাটেল অব মাইন্ড-২০১৯ এর রোডশো বন্ধ

চাকরি প্রদানের অজুহাতে প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও ‘ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৯’ এর কার্যক্রম শুরু করেছে মৃত্যুবিপণনকারী বহুজাতিক তামাক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ(বিএটিবি)। জুলাই মাসের শুরুতে দেশের বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সসীড ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর নামে প্রতিনিধি নিয়োগ প্রদান করে থাকে। নিয়োগ প্রাপ্ত অ্যাম্বাসেডর বিভিন্ন ধরনের ক্যারিয়ার ক্লাবের মাধ্যমে এই পর্যন্ত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে‘ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৯’ এর রোডশো শুরু করেছে এবং নিবন্ধন করছে। ১৬ সেপ্টেম্বরে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে রোডশো আয়োজন করার কথা ছিল। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘ব্যাটল অব মাইন্ড’ রোডশো বন্ধ করতে ঢাকা আহছানিয়া মিশন, মাদক বিরোধী সংগঠন- প্রত্যাশা, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, উবিনিগ, টিসিআরসি, ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ আজ (১৬ সেপ্টেম্বর) ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক এবং স্টুডেন্ট এফেয়ার্স অফিসের পরিচালক দিলারা আফরোজ খান রুপার সঙ্গে দেখা করে রোডশো বন্ধে অনুরোধ জানায়। তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাটেল অব মাইন্ডএর রোডশো হবে না। এবং ভবিষ্যতে যেন এধরনের কোন কার্যক্রম যেন পরিচালিত না হয় সে বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন। তখন প্রতিনিধি দলটি তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রসঙ্গত, ব্যাটেল অব মাইন্ড বন্ধে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য বরাবর আহছানিয়া মিশন চিঠি প্রদান করে। বিএটিবি ২০০৪ সাল থেকে মূলত ব্র্যান্ড প্রমোশন , তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে আকৃষ্ট করা এবং নীতিপ্রণেতাদের প্রভাবিত করতেই এই মৃত্যুবিপণন প্রতিযোগীতার আয়োজন করে আসছে। কর্মসংস্থান প্রদানের নামে কোম্পানিটি প্রতিবছর এই প্রতিযোগিতা আয়োজনে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিগত ১৬ বছরে চাকুরি প্রদানের অজুহাতে ৩০ হাজারের অধিক তরুণকে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করানো হলেও চাকরি পেয়েছে মাত্র১০০ জন বা এর সামান্য কিছু বেশি। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর ৫(গ) ধারায় কোন ধরনের প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন ও পুরস্কার প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের কোন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন ও পুরস্কার প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি আইনের এই ধারা লংঘন করলে অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনুর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা উভয় দন্ডের বিধান আছে। বিএটিবির এধরনের কার্যক্রম২০৪০ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারের অন্তরায়। ####

http://www.satkhiranews.com/16319/

জাগোবাহে 24

Sep-16

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাটেল অব মাইন্ড-২০১৯ এর রোডশো বন্ধ

সেপ্টেম্বর ১৬, ২০১৯ ৪:১৭ অপরাহ্ণ·0 c o mme n t s Vi e ws : 1 ·

ডেস্কঃ চাকরি প্রদানের অজুহাতে প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও 'ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৯' এর কার্যক্রম শুরু করেছে মৃত্যুবিপণনকারী বহুজাতিক তামাক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)। জুলাই মাসের শুরুতে দেশের বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সসীড ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর নামে প্রতিনিধি নিয়োগ প্রদান করে থাকে। নিয়োগ প্রাপ্ত অ্যাম্বাসেডর বিভিন্ন ধরনের ক্যারিয়ার ক্লাবের মাধ্যমে এই পর্যন্ত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৯' এর রোডশো শুরু করেছে এবং নিবন্ধন করছে। ১৬ সেপ্টেম্বরে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে রোডশো আয়োজন করার কথা ছিল। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ব্যাটল অব মাইন্ড' রোডশো বন্ধ করতে ঢাকা আহছানিয়া মিশন , মাদক বিরোধী সংগঠন- প্রত্যাশা, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন , উবিনিগ, টিসিআরসি, ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ আজ(১৬ সেপ্টেম্বর) ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক এবং স্টুডেন্ট এফেয়ার্স অফিসের পরিচালক দিলারা আফরোজ খান রুপার সঙ্গে দেখা করে রোডশো বন্ধে অনুরোধ জানায়। তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাটেল অব মাইন্ড এর রোডশো হবে না। এবং ভবিষ্যতে যেন এধরনের কোন কার্যক্রম যেন পরিচালিত না হয় সে বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন। তখন প্রতিনিধি দলটি তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রসঙ্গত , ব্যাটেল অব মাইন্ড বন্ধে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য বরাবর আহছানিয়া মিশন চিঠি প্রদান করে। উল্লে খ্য , বিএটিবি ২০০৪ সাল থেকে মূলত ব্র্যান্ড প্রমোশন , তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে আকৃষ্ট করা এবং নীতিপ্রণেতাদের প্রভাবিত করতেই এই মৃত্যুবিপণন প্রতিযোগীতার আয়োজন করে আসছে। কর্মসংস্থান প্রদানের নামে কোম্পানিটি প্রতিবছর এই প্রতিযোগিতা আয়োজনে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিগত ১৬ বছরে চাকুরি প্রদানের অজুহাতে ৩০ হাজারের অধিক তরুণকে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করানো হলেও চাকরি পেয়েছে মাত্র ১০০ জন বা এর সামান্য কিছু বেশি।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর ৫(গ) ধারায় কোন ধরনের প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন ও পুরস্কার প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের কোন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন ও পুরস্কার প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি আইনের এই ধারা লংঘন করলে অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনুর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা উভয় দন্ডের বিধান আছে। বিএটিবির এধরনের কার্যক্রম ২০৪০ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারের অন্তরায়।

http://www.jagobahe24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%95-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%ac/

Sep-16

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাটেল অব মাইন্ড২০১৯ এর রোডশো বন্ধ

Posted By: ঢাকা ডেস্কOn: September 16, 2019In: গণমাধ্যম, শীর্ষ খবর, সারাদেশNo Comments
Print Email

চাকরি প্রদানের অজুহাতে প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও 'ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৯' এর কার্যক্রম শুরু করেছে মৃত্যুবিপণনকারী বহুজাতিক তামাক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)। জুলাই মাসের শুরুতে দেশের বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সসীড ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর নামে প্রতিনিধি নিয়োগ প্রদান করে থাকে। নিয়োগ প্রাপ্ত অ্যাম্বাসেডর বিভিন্ন ধরনের ক্যারিয়ার ক্লাবের মাধ্যমে এই পর্যন্ত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৯' এর রোডশো শুরু করেছে এবং নিবন্ধন করছে। ১৬ সেপ্টেম্বরে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে রোডশো আয়োজন করার কথা ছিল। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ব্যাটল অব মাইন্ড' রোডশো বন্ধ করতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন , মাদক বিরোধী সংগঠন- প্রত্যাশা, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন , উবিনিগ, টিসিআরসি, ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ আজ(১৬ সেপ্টেম্বর) ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক এবং স্টুডেন্ট এফেয়ার্স অফিসের পরিচালক দিলারা আফরোজ খান রুপার সঙ্গে দেখা করে রোডশো বন্ধে অনুরোধ জানায়। তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাটেল অব মাইন্ড এর রোডশো হবে না। এবং ভবিষ্যতে যেন এধরনের কোন কার্যক্রম যেন পরিচালিত না হয় সে বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন। তখন প্রতিনিধি দলটি তাঁাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রসঙ্গত, ব্যাটেল অব মাইন্ড বন্ধে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য বরাবর আহ্ছানিয়া মিশন চিঠি প্রদান করে।

উলেøখ্য, বিএটিবি ২০০৪ সাল থেকে মূলত ব্র্যান্ড প্রমোশন , তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে আকৃষ্ট করা এবং নীতিপ্রণেতাদের প্রভাবিত করতেই এই মৃত্যুবিপণন প্রতিযোগীতার আয়োজন করে আসছে। কর্মসংস্থান প্রদানের নামে কোম্পানিটি প্রতিবছর এই প্রতিযোগিতা আয়োজনে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিগত ১৬ বছরে চাকুরি প্রদানের অজুহাতে ৩০ হাজারের অধিক তরুণকে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করানো হলেও চাকরি পেয়েছে মাত্র ১০০ জন বা এর সামান্য কিছু বেশি।
ধূমপান ও তামাকজা ত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর ৫(গ) ধারায় কোন ধরনের প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন ও পুরস্কার প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের কোন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন ও পুরস্কার প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি আইনের এই ধারা লংঘন করলে অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদ Ð বা অনুর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদÐ বা উভয় দÐের বিধান আছে। বিএটিবির এধরনের কার্যক্রম ২০৪০ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারের অন্তরায়।

https://sangbadprotikkhon.com/archives/20526

দৈনিক খবরের আলো
আমরা নির্ভয়ে সত্য লিখি
DAILY KHABORER ALO

Sep-17

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাটেল অব মাইন্ড২০১৯ এর রোডশো বন্ধ

চাকরি প্রদানের অজুহাতে প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও ‘ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৯’ এর কার্যক্রম শুরু করেছে মৃত্যুবিপণনকারী বহুজাতিক তামাক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)। জুলাই মাসের শুরুতে দেশের বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সসীড ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর নামে প্রতিনিধি নিয়োগ প্রদান করে থাকে। নিয়োগ প্রাপ্ত অ্যাম্বাসেডর বিভিন্ন ধরনের ক্যারিয়ার ক্লাবের মাধ্যমে এই পর্যন্ত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৯’ এর রোডশো শুরু করেছে এবং নিবন্ধন করছে। ১৬ সেপ্টেম্বরে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে রোডশো আয়োজন করার কথা ছিল। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যাল য়ে ‘ব্যাটল অব মাইন্ড’ রোডশো বন্ধ করতে ব্র্যাক আহছানিয়া মিশন , মাদক বিরোধী সংগঠন - প্রত্যাশা, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন , উবিনিগ, টিসিআরসি, ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ আজ (১৬ সেপ্টেম্বর) ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক এবং স্টুডেন্ট এফেয়াসের অফিসের পরিচালক দিলারা আফরোজ খান রুপার সঙ্গে দেখা করে রোডশো বন্ধে অনুরোধ জানায়। তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাটেল অব মাইন্ড এর রোডশো হবে না। এবং ভবিষ্যতে যেন এধরনের কোন কার্যক্রম যেন পরিচালিত না হয় সে বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন। তখন প্রতিনিধি দলটি তাঁ◌েক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রসঙ্গত, ব্যাটেল অব মাইন্ড বন্ধে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য বরাবর আহছানিয়া মিশন চিঠি প্রদান করে।

উল্লেখ্য, বিএটিবি ২০০৪ সাল থেকে মূলত ব্র্যান্ড প্রমোশন , তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে আকৃষ্ট করা এবং নীতিপ্রণে তাদের প্রভাবিত করতেই এই মৃত্যুবিপণন প্রতিযোগীতার আয়োজন করে আসছে। কর্মসংস্থান প্রদানের নামে কোম্পানিটি প্রতিবছর এই প্রতিযোগিতা আয়োজনে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে , বিগত ১৬ বছরে চাকুরি প্রদানের অজুহাতে ৩০ হাজারের অধিক তরুণকে এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করানো হলেও চাকরি পেয়েছে মাত্র ১০০ জন বা এর সামান্য কিছু বেশি।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর ৫(গ) ধারায় কোন ধরনের প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন ও পুরস্কার প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের কোন প্রতিযোগি তা অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন ও পুরস্কার প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি আইনের এই ধারা লংঘন করলে অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদ Ð বা অনুর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদÐ বা উভয় দÐ◌ের বিধান আছে। বিএটিবির এধরনের কার্যক্রম ২০৪০ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষি ত তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারের অন্তরায়।

https://dailykhaboreralo.com/archives/37473

দি জনগণের কল্যাণে প্রতিনিয়ত
দৈনিক নিউজ Dainik news

Sep-16

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাটেল অব মাইন্ড২০১৯ এর রোডশো বন্ধ

BRAC UNIVERSITY
Inspiring Excellence

চাকরি প্রদানের অজুহাতে প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও 'ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৯' এর কার্যক্রম শুরু করেছে মৃত্যুবিপণনকারী বহুজাতিক তামাক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)। জুলাই মাসের শুরুতে দেশের বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সসীড ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর নামে প্রতিনিধি নিয়োগ প্র দান করে থাকে। নিয়োগ প্রাপ্ত অ্যাম্বাসেডর বিভিন্ন ধরনের ক্যারিয়ার ক্লাবের মাধ্যমে এই পর্যন্ত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৯' এর রোডশো শুরু করেছে এবং নিবন্ধন করছে। ১৬ সেপ্টেম্বরে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে রোডশো আয়োজন করার কথা ছিল। ব্র্যাক বিশ্ববি দ্যালয়ে 'ব্যাটল অব মাইন্ড ' রোডশো বন্ধ করতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন , মাদক বিরোধী সংগঠন- প্রত্যাশা, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন , উবিনিগ, টিসিআরসি, ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ আজ (১৬ সেপ্টেম্বর) ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক এবং স্টুডেন্ট এফেয়ার্স অফিসের পরিচালক দিলারা আফরোজ খান রুপার সঙ্গে দেখা করে রোডশো বন্ধে অনুরোধ জানায়। তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাটেল অব মাইন্ড এর রোডশো হবে না। এবং ভবিষ্যতে যেন এধরনের কোন কার্যক্রম যেন পরিচালিত না হয় সে বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন। তখন প্রতিনিধি দলটি তাঁেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রসঙ্গত, ব্যাটেল অব মাইন্ড বন্ধে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য বরাবর আহ্ছানিয়া মিশন চিঠি প্রদান করে। বিএটিবি ২০০৪ সাল থেকে মূলত ব্র্যান্ড প্রমোশন , তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে আকৃষ্ট করা এবং নীতিপ্রণেতাদের প্রভাবিত করতেই এই মৃত্যুবিপণন প্রতিযোগীতার আয়োজন করে আসছে। কর্মসংস্থান প্রদানের নামে কোম্পানিটি প্রতিবছর এই প্রতিযোগিতা আয়োজনে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিগত ১৬ বছরে চাকুরি প্রদানের অজুহাতে ৩০ হাজারের অধিক তরুণকে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করানো হলেও চাকরি পেয়েছে মাত্র ১০০ জন বা এর সামান্য কিছু বেশি। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর ৫(গ) ধারায় কোন ধরনের প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন ও পুরস্কার প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের কোন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন ও পুরস্কার প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি আইনের এই ধারা লংঘন করলে অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনুর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা উভয় দন্ডের বিধান আছে। বিএটিবির এধরনের কার্যক্রম ২০৪০ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারের অন্তরায়। ####

https://thedainiknews.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%95-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%ac/